শুধু কবিতার জন্য

গৌতম মুখোপাধ্যায়

কবিতা লিখতে হলে চাই একটা পুবমুখী জানালা, একটা নাম-না-জানা লাল ঝুমকো ফুলের গাছ, কিছু পাখি, একখন্ড মেঘ আর স্নান করে খোলা চুলে এসে দাঁড়ানো ডোনা নামে একটি মেয়ে। কিন্তু ছবি-আঁকিয়ে-শিল্পীর ছবি আঁকার জন্য দরকার শুধুমাত্র একটি যুবতী মডেল। আমি আর আমার শিল্পী বন্ধু মুখোমুখি দুটো ঘরে থাকি। আমার ঘরে রয়েছে কবিতা লেখার জন্য কাগজ-কলম আর আমার পরিচয় বোঝানোর জন্য ঘরের এক কোণে জড় কিছু কবিতার বই। শিল্পী বন্ধুর ঘরে আছে একটা পশ্চিমমুখো জানালা, ছবি আঁকার জন্য রঙ-তুলি, ক্যানভাস, ইজেল আর যুবতী মডেলের বসার জন্য একটা কাঠের আসবাব। আমার শিল্পী বন্ধু বেশ কয়েকটা অ্যাড কোম্পানির চাকরির আহ্বান ফিরিয়ে দিয়েছে ডোনাকে সামনে বসিয়ে তার ন্যুড-স্টাডি সিরিজটা শেষ করবে বলে। ওঃ, ডোনা হল আমার শিল্পী বন্ধুর যুবতী মডেল যে কিনা নগ্ন, অর্দ্ধনগ্ন, শয়িত, অর্দ্ধশয়িতভাবে আমার শিল্পী বন্ধুর সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে তার প্রথম ক্রিয়েটিভ আর্টকে সম্পূর্ণ করার জন্য।

রোজ সকালে আমি পুবদিকের জানালার সামনে এসে বসি, হাতে থাকে কাগজ কলম। নাম-না-জানা লাল ঝুমকো ফুলের গাছটার ডালে-পাতায়-ফুলে সূর্যের আলো ধাক্কা খেতে খেতে আমার ঘরে ঢোকে। একঝাঁক লাল-নীল-হলুদ পাখি গাছটার ডালে ফুলের সঙ্গে, সূর্যের নরম আলোর সঙ্গে হুটোপুটি করে। আমি জানালার ফাঁক দিয়ে দেখি গাছ, গাছের ফাঁক দিয়ে নীল আকাশ অথবা সাদা-কালো মেঘ — আর তার পিছনে ভেসে বেড়ানো আমার অধরা কবিতার অক্ষরগুলোকে। চিন্তার আঁকশি বাড়াই দূরের কবিতাগুলির দিকে। কিছু সময় নষ্ট হয়, কিছু সময় বয়ে যায়। ঠিক এ সময় আমার পিছন দিক থেকে গরম চায়ের কাপটা ডোনা ঝুঁকে পড়ে নামিয়ে রাখে আমার টেবিলে। ওর সদ্য স্নান করা খোলা চুল ছড়িয়ে পড়ে আমার মুখের সামনে। আমি ডোনার টানটান করা খোলা চুলের ফাঁক দিয়ে দেখি নাম-না-জানা গাছ, গাছের ফাঁক দিয়ে দেখি যাযাবর মেঘ, তার পিছনে নীল আকাশ। হঠাৎ মনে হয় অনেকদূরের অধরা কবিতাগুলি আমার খুলে রাখা খাতার পাশেই বাধ্য ছেলের মত চুপটি করে বসে আছে। ডোনা টেবিলে চা নামিয়ে দিয়ে, গড়িয়ে পড়া চুলগুলোকে সরিয়ে নিয়ে চলে যায় উল্টো দিকে শিল্পী বন্ধুর ঘরে ন্যুড-স্টাডি সিরিজটা শেষ করার জন্য। আমাদের ক্যানভাস আর কবিতার খাতায় তখন শুধু ডোনার নরম ঠোঁট, সাদা পিঠ, উন্মুক্ত স্তন আর গড়িয়ে পড়া কালো চুল।

এভাবে দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়। সামনের নাম-না-জানা গাছটা আরো বড় হয়ে ওঠে, আরও ফুল ফোটে, আরও পাখি আসে, বাসা বাঁধে। রোজ সকালে ডোনা আসে, আমার কবিতা আসে, তারপর চলে যায় অন্য ঘরে যেখানে আমার বন্ধু শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখে ডোনার উন্মুক্ত যৌবন — নগ্ন মোনালিসা। শহরের ইট-কাঠ-সিমেন্টের বাধা টপকে শীত আসে, বসন্ত আসে — যেন মাটির নিচ দিয়ে, গাছের শিকড় বেয়ে, কান্ড বেয়ে রসের উৎস্রোতের মধ্যে দিয়ে, পাতার ভিতর দিয়ে ঋতু ছড়িয়ে যায় বাতাসে আর বাতাস থেকে আকাশে আর আকাশ থেকে ডোনার কালো চুল বেয়ে নামে আমার কবিতায়।

এক সন্ধ্যায় পুবমুখো জানালার ধারে বসেছিলাম সকালে লেখা অসমাপ্ত কবিতায় সন্ধ্যার রঙ মাখাবো বলে। শিল্পী বন্ধুর ঘরে ন্যুড-স্টাডির শেষ ছবির জন্য প্রস্তুত ডোনা; আমার বন্ধুর ইজেলে পশ্চিম সূর্যের রঙ। হঠাৎ আকাশ কালো করে একরাশ দামাল মেঘ এল ঝড় আর বৃষ্টিকে সঙ্গী করে। দুরন্ত ঝড়ের দাপটে নিভে গেল সূর্যের রঙ, এলোমেলো হয়ে গেল কবিতার খাতা আর ক্যানভাস। সারা রাত ধরে চলল ঝড়ের দাপট।

পরদিন সকালে ঘরের দরজা খুলেই পেলাম আমার শিল্পী বন্ধুর আঁকা বিশাল ক্যানভাস — তাতে রয়েছে আমার সেই নাম-না-জানা গাছ, তার ফাঁক দিয়ে মেঘ, মেঘের ওপারে নীল আকাশ - সমস্ত ক্যানভাস জুড়ে ডোনার খোলা চুলের আভাস। সাথে ছোট্ট একটা চিঠি —

কাল রাতের ঝড়ে নাম-না-জানা তোমার সেই লাল ঝুমকো ফুলের গাছটা হাওয়ায় ভে। গিয়েছে - হাওয়ায় উড়ে গিয়েছে ডোনার কাছে রাখা আমার সংযমের ওড়নাটা। মৃত্যু হয়েছে আমার সৃজনশীল সত্তাটার - হারিয়ে গিয়েছে ডোনা, চিরতরে। আমি চললেম অ্যাড এজেন্সীর চাকরিটা করতে। ছবিটা তোমাকে উপহার দিলাম। ছবিটার নাম দিয়েছি ‘শুধু কবিতার জন্য’।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com